ইউনিট ১৩

আধুনিক সমাজ জীবনে উদ্ভুত সামাজিক সমস্যাবলী

ভূমিকা

পৃথিবীর এমন কোন সমাজ নেই যা সমস্যযুক্ত। সমস্যা প্রত্যয়টি স্বাভাবিক কর্মকান্ড ও উন্নয়ন বিরোধী। উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল প্রত্যেক সমাজেই সমস্যা রয়েছে। সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে সৃষ্ট, সমাজের মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় সমাজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। ফলে সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রয়াস চালায়। শিল্প বিপ্লবের পর জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটলে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর যেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আবার সমাজ জীবনে বহুমাত্রিক জটিল ও বিচিত্র ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটে, যার প্রভাবে সমাজ জীবন হয় দুর্বিষহ। সমাজের অধিকাংশ জনগণের উপর চাপ, উত্তেজনা,দ্বন্দ্ব, হতাশা দেখা দেয়ায় তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করে। তবে সমবেত প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি মোকাবেলা সম্ভব। এই ইউনিটে আধুনিক সমাজ জীবনের উদ্ভুত সমস্যা পারিবারিক বিশৃংখলা, বস্তি ও গৃহায়ণ সমস্যা, পরিবেশ দূষণ, অপসংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ এবং শ্রমজীবি মহিলাদের সমস্যা ও নিরসনের উপায় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ হল ঃ

পাঠ-১৩.১ ঃ পারিবারিক বিশৃংখলা
পাঠ-১৩.২ ঃ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা (শিশু, নারী, বয়স্ক)
পাঠ-১২.৩ ঃ বস্তি ও গৃহায়ন সমস্যা
পাঠ-১৩.৪ ঃ পরিবেশ দুষণ
পাঠ-১৩.৫ ঃ অপসংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ
পাঠ-১৩.৬ ঃ ভাসমান শহুরে জনসংখ্যা
পাঠ-১৩.৭ ঃ শ্রমজীবি মহিলাদের সমস্যা।

পাঠ-১৩.১ঃ পারিবারিক বিশৃংখলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১৩.১ঃ১ পারিবারিক বিশৃংখলার সংজ্ঞা বলতে পারবেন

☞ ১৩.১ঃ১ পারিবারিক বিশৃংখলার কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ সঙ্গপ্রিয় মানুষ স্বভাবতঃই পরস্পর মিলে-মিশে একত্রে বসবাস করতে চায় মানুষের সেই কামনার অভিব্যক্তিই হলো পরিবার। পরিবার সামাজিক জীবনের শ্বাশত বিদ্যাপীঠ।

সাধারণভাবে পরিবার বলতে একই সঙ্গে বসবাসকারী কয়েকজন ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝানো হয়। বিবাহ, আত্মীয়তা অথবা পিতৃমাতৃ সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ একটি সামাজিক গোষ্ঠী হল পরিবার।

মোট কথা, সমাজ অনুমোদিত পন্থায় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যখন কোন পুরুষ ও নারী একত্রে বাস করে তখনই পরিবার গঠিত হয়।

১৩.১ঃ১ পারিবারিক বিশৃংখলার সংজ্ঞা

পরিবার একটি সার্বজনীন শাশ্বত প্রতিষ্ঠান হলেও নানা কারণে পারিবারিক জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেয়। পারিবারিক বিশৃংখলা হলো পরিবারের এমন একটি অবক্ষয় জনিত রূপ যেখানে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ বাঁধাপ্রাপ্ত হয় এবং সমাজে ব্যক্তিকে তার সঠিক ভূমিকা পালনের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে পরিবার ব্যর্থ হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, কোন বিষয় বা ঘটনা যদি কোন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সুখ-শান্তি বিঘ্নিত করে দেয় তাহলে পারিবারিক বিশৃংখলা বা অসংগতি দেখা দেয়।

১৩.১ঃ২ পারিবারিক বিশৃংখলার কারণ

১. আর্থিক অসচ্ছলতা;
২. সন্দেহ প্রবণতা;
৩. যৌতুক;
৪. জৈবিক জটিলতা;
৫. দাম্পত্য কলহ;
৬. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান;
৭. ব্যক্তিত্বের সংঘাত;
৮. সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা;
৯. চিত্ত বিনোদনের অভাব;
১০. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব;
১১. বিবাহ-বিচ্ছেদ; এবং
১২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ।

সার-সংক্ষেপ

পারিবারিক বিশৃংখলা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পারিবারিক বিশৃংখলার কারণে শিশুর সামাজিকীকরণ ব্যহত হয়। পরিবারের সদস্যদের স্বাভাবিক ভূমিকা পালন সম্ভব হয় না। তাই পারিবারিক বিশৃংখলা প্রতিরোধের জন্য সকলকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পরিবার বলতে কি বুঝানো হয়?

ক) একত্রে বসবাসকারী ব্যক্তির সমষ্টি

খ) সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী

গ) বন্ধুত্বের মাধ্যমে গড়ে তোলা গোষ্ঠী

ঘ) সমাজে অনুমোদিত পন্থায় বৈবাহিক বন্ধনে গোষ্ঠী।

২। পারিবারিক বিশৃংখলা হচ্ছে সমাজের একটি

ক) গঠনমূলক রূপ

খ) অবক্ষয় জনিত রূপ

গ) সৃজনশীল উদ্যোগ

ঘ) যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন।

৩। পারিবারিক বিশৃংখলার কারণ কোনটি?

ক) শিক্ষার অভাব

খ) পেশাগত দূর্ঘটনা

গ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান

ঘ) শিল্পায়ন।

পাঠ-১৩.২ ঃ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা (শিশু, নারী, বয়স্ক)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- ☞ ১৩.২ঃ১ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ☞ ১৩.২ঃ২ শিশু, নারী ও বয়স্কদের নিরাপত্তাহীনতার ধরণ জানতে পারবেন।

১৩.২ঃ১ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা

শিল্পায়ন ও নগরজীবনের উদ্ভুত সমস্যাবলীর মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা অন্যতম। বিশেষ করে যৌথ পরিবারের ভাঙন সৃষ্টি করে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্ভরশীল শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিরাপত্তাহীনতার শিকারে পরিণত হয়েছে।

১৩.২ঃ২ শিশু, নারী ও বয়স্কদের নিরাপত্তাহীনতার ধরণ

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাকে দু'ভাবে দেখানো যায়।

১. শিশুদের ক্ষেত্রে ঃ

ক. নগর জীবনে অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতা দুজনেই চাকুরী করায় শিশু পরিচর্যা, আদর-স্নেহ ও সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

খ. উ*চ্চবিত্ত পরিবারের পিতা কর্মব্যস্ত*, মা বিভিন্ন সভা-সমিতি পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থেকে গভীর রাতে বাসায় ফিরে সন্তানের যত্ন নিতে না পারায় সার্বক্ষণিক কাজের লোকের তত্ত্বাবধানে থাকে। ফলে শিশুর সামাজিকীকরণে নেতিবাচক প্রভাব পরে।

গ. পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিচ্ছেদের ফলে নির্ভরশীল শিশুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

২. নারী ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে ঃ

গ্রামের মানুষেরা দ্রুত শহরমুখী হওয়ায় যৌথ পরিবারে ভাঙনের ফলে বয়স্ক নারী ও পুরুষরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে।

সার-সংক্ষেপঃ

প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাবে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার সৃষ্টি হওয়ায় প্রবীণ, এতিম, বিধবা, অক্ষম, বেকার প্রভৃতি নির্ভরশীল শ্রেণী নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

১। সামাজিক নিরাপত্তহীনতার অনুষঙ্গ কী?

ক) সামাজিক পরিবর্তন
খ) মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ) যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন
ঘ) নেতিবাচক মনোভাব।

২। পিতা মাতার ব্যস্ততার কারণে শিশুদের কি সমস্যার সৃষ্টি হয়?

ক) সুষ্ঠ সামাজিকীকরণ হয়
খ) সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়
গ) শিশুরা ডান পিঠে হয়
ঘ) শিশুরা স্কুল ফাঁকি দেয়।

৩। শিল্পায়নের সালে মানুষ দ্রুত শহরমুখী হওয়ায় কারা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে

ক) কিশোর কিশোরীরা
খ) যুবক-যুবতীরা
গ) বয়স্ক নারী ও পুরুষরা
ঘ) দিন মজুরেরা।

পাঠ-১২.৩ ঃ বস্তি ও গৃহায়ন সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১২.৩ঃ১ বস্তির সংজ্ঞা দিতে পারবেন

☞ ১২.৩ঃ২ বস্তির কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উদ্ভুত অন্যতম সমস্যা হলো গৃহায়ন ও বস্তি সমস্যা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নানা কারণে দ্রুত নগরে ভিড় জমায় ফলে নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমান তালে গৃহ নির্মাণ না হওয়ায় প্রকট আবাসন সংকট দেখা দেয়। ফলে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী সামর্থ্যের অভাবে ঘিঞ্জি নোংরা বস্তিতে বসবাস করে। সাধারণত শিল্প কারখানা ও শহরের সামান্য আয়ের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মাথা গোঁজার জন্য শহর ও শহরাঞ্চলের প্রান্তে গড়ে ওঠে স্বল্প ভাড়ার ছোট খুপরি ঘরের ঘনবসতি যা বস্তি নামে পরিচিত। বস্তি নগরের অপরাধের অনুষঙ্গ, অনৈতিক ও সমাজ বিরোধী লোকদের আস্তানা। ঢাকা মহানগরীর ২৫ ভাগ লোক বস্তিতে বাস করে।

১২.৩ঃ১ বস্তির সংজ্ঞা

সাধারণ জনাকীর্ণ কোন শহর বা নগরের একাংশে অবস্থিত গলি বা পথ, যেখানে সহায় সম্বলহীন গ্রাম থেকে উঠে আসা দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকেরা বসবাস করে, সে ধরনের পথ বা গলির সমন্বয়ে গঠিত সেই ঘিঞ্জ, নোংরা এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাকে বস্তি বলা হয়।

১৩.৩ঃ২ বস্তি সৃষ্টির কারণ

১. গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর;
২. গ্রামীণ বেকারত্ব ও অধিক মজুরী লাভের প্রত্যাশা;
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ;
৪. শ্রেণী বৈষম্য;
৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি;
৬. শহরে ভাড়াটে বাড়ীর উচ্চ মূল্য;
৭. রাজনৈতিক অস্থিরতা;
৮. শিল্প প্রতিষ্ঠানের নৈকট্য;
৯. কর্মসংস্থানের অভাব; এবং
১০. চরম দারিদ্রের প্রভাব।

সার-সংক্ষেপ

বস্তি বলতে বুঝায় অপ্রতুল আলো-বাতাস বিশিষ্ট্য জরাজীর্ন বাড়িঘর, নোংরা, পঙ্কিল, ঘিঞ্জি পরিবেশে গাদাগাদি করে বসবাসকারী সমাজের নিম্নস্তরের জনগোষ্ঠীর বসবাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

১। নগরায়নের অন্যতম সমস্যা কি?

ক) গৃহায়ন ও বস্তি　　খ) দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি

গ) শিশুদের নিরাপত্তহীনতা　　ঘ) অপরাধ প্রবণতা।

২। ঢাকা মহানগরীর কত ভাগ লোক বস্তিতে বাস করে?

ক) ১০　　খ) ২৫

গ) ৫৫　　ঘ) ৭০।

৩। বস্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ কি?

ক) রাজনৈতিক অস্থিরতা　　খ) নগরের পরিত্যক্ত জমি

গ) গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর　　ঘ) গ্রাম্য নেতাদের শোষণ।

পাঠ-১৩.৪ ঃ পরিবেশ দুষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১৩.৪ঃ১ পরিবেশ দুষণ কাকে বলে জানতে পারবেন

☞ ১৩.৪ঃ২ পরিবেশ দুষণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

১৩.৪ঃ১ পরিবেশ দুষণ

সমসাময়িক বিশ্বে বহুমাত্রিক সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে আলোড়িত সমস্যা হল পরিবেশ দুষণ। ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ন পরিবেশ দুষণের অন্যতম কারণ।

কোন কারণে যখন পরিবেশ তার স্বাভাবিকতা হারায় বা পরিবেশে বিভিন্ন উপাদানের কাংখিত মাত্রা বিনষ্ট হয়। সেই পরিবেশ জীব-জগতের জন্য অস্বস্তিকর অসহনীয় হয়ে ওঠে। এ অস্বাভাবিক বা অসুস্থ পরিবেশই হল পরিবেশ দুষণ। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য অনেক আরাম-আয়েশের উপকরণ যুগিয়েছে, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে অনেক দুর। কিন্তু এ বিজ্ঞানের কারণেই পরিবেশ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। মানুষ যখন নির্বিচারে কেবল তার স্বার্থেই প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরভাবে কাজে লাগাচ্ছে ঠিক তেমনি নানা দুর্যোগ বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রকৃতিও যেন মানুষের প্রতি হয়ে উঠছে প্রতিশোধ পরায়ণ।

১৩.৪ঃ২ পরিবেশ দুষণের কারণ

স্থান-কালভেদে পরিবেশ দুষণের কারণ ভিন্ন ভিন্ন। তবে পরিবেশ দুষণের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল ঃ

১. জনসংখ্যাস্ফীতি;
২. প্রাকৃতিক অবয়বের বিলুপ্তি;
৩. বিভিন্ন যন্ত্র ও গাড়ি-ঘোড়ার বিরূপ প্রভাব;
৪. ভৌত অবকাঠামোর স্বল্পতা;
৫. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার; এবং
৬. গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়া।

অর্থাৎ পরিবেশ দুষিত হতে পারে দু'ভাবে– প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম।

প্রাকৃতিক দুষণ-এর মধ্যে রয়েছে সীসা, পারদ, সালফার-ডাই-অক্সাইড। বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া কৃত্রিম দুষণ হচ্ছে কীটনাশক, গুড়োসাবান ও প্রসাধন সামগ্রী এবং প্লাষ্টিক।

অন্যভাবে বলা যায় প্রকৃতিগতভাবে পরিবেশ চারভাবে দুষিত হয়। পানি দুষণ, বায়ু দুষণ, মাটি দুষণ এবং শব্দ দুষণ।

সার-সংক্ষেপ

পরিবেশ দুষণে বিশ্ব আজ আতঙ্কিত। তাই পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধ করার জন্য গোটা বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। অনতিবিলম্বে বের করতে হবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার যথার্থ উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

১। সমসাময়িক বিশ্বে আলোড়িত সমস্যা কি?

ক) সমাজতন্ত্রের পতন খ) শিশু পাচার গ) সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ঘ) পরিবেশ দুষণ।

২। পরিবেশ দুষণের কারণ কোনটি?

ক) নদী ভাঙন খ) অযান্ত্রিক যানের বিলুপ্তি গ) মহাকাশ গবেষণা ঘ) গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়া।

৩। পরিবেশ প্রধানত কয় ভাবে দুষিত হতে পারে?

ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫।

পাঠ-১৩.৫ ঃ অপসংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- ☞ ১৩.৫ঃ১ সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন
- ☞ ১৩.৫ঃ২ অপসংস্কৃতি কি বলতে পারবেন
- ☞ ১৩.৫ঃ৩ অপসংস্কৃতির কুফল বর্ণনা বলতে পারবেন।

১৩.৫ঃ১ সংস্কৃতি

সংস্কৃতি হল পরিশীলিত জীবনবোধ। এই জীবনবোধ জন্ম নেয় শিক্ষা ও সভ্যাতার আলো থেকে। মানুষ তার নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে কল্যাণময় বিষয়গুলোকে আহরণ করে যে চেতনার উন্মেষ ঘটায় তা-ই তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি একটা জীবন চেতনা। নিজেকে সভ্য ও সুন্দর করে বহিঃ প্রকাশ ঘটানোই হচ্ছে সংস্কৃতি। এটা মানুষের এমন একটি আনন্দের বাহন, যার সৌন্দর্য্য ও প্রেম মূল আশ্রয়। এ আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হলেই সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটে।

১৩.৫ঃ২ অপসংস্কৃতি

যে জিনিস অনুসরণ করলে মানুষের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি ধ্বংস হয়, হৃদয়ের ভাবনা কলুষিত হয় এবং ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়, তা-ই অপসংস্কৃতি। অন্যভাবে বলা যায় সংস্কৃতির বিকৃত রূপই হচ্ছে অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতি যেমন মানুষকে বিকশিত করে, আনন্দিত ও প্রেমময় করে, তেমনি অপসংস্কৃতি মানুষের জীবনে বিকৃতি আনে, চিত্তকে কলুষিত করে জীবন ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেয়। তাই যে আচার মানুষের নৈতিকতাকে বিনষ্ট করে তা-ই অপসংস্কৃতি। যা সাময়িকভাবে মুগ্ধকর, মোহনীয় অথচ স্থায়ী কোন ফল এনে দেয় না তা-ই অপসংস্কৃতি।

১৩.৫ঃ৩ অপসংস্কৃতির কুফল

অপসংস্কৃতি জীবনকে বিকশিত না করে, সুন্দর না করে শ্রীহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। সংস্কৃতি যেমন জীবনকে সুন্দর করে বাঁচার তাগিদ দেয় অপসংস্কৃতি তেমনি জীবনকে ধ্বংস করে। অপসংস্কৃতি স্থায়ী নয়, ক্ষণিকের ও চমকের। সেজন্যই এটা ক্ষতিকর। সংস্কৃতি দীর্ঘ দিনের লালিত সাধনার ফসল। সেখান থেকে বিচ্যুত হলেই অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। কোন জাতির জীবনে অপসংস্কৃতি একবার জায়গা দখল করলে তাকে দুর করা দূরুহ। এটা বিবেককে ধ্বংস করে দেয় এবং মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

১। সংস্কৃতি বলতে কি বুঝানো হয়?

ক) চাকচিক্যময় পোশাক পরিচ্ছদ　　খ) গান বাজনা চর্চা করা

গ) পরিশীলিত জীবন বোধ　　ঘ) ব্যাপক জ্ঞানার্জন।

২। অপসংস্কৃতি মানুষের জীবনে কি ক্ষতি করে?

ক) বিকাশ ব্যাহত করে　　খ) জ্ঞান চর্চায় বিঘ্ন ঘটায়

গ) চিত্তকে কলুষিত করে　　ঘ) সামাঞ্জস্য বিধানে অসুবিধাসৃষ্টি করে।

৩। অপসংস্কৃতির অবস্থান কেমন হয়?

ক) দীর্ঘ স্থায়ী　　খ) ক্ষণস্থায়ী

গ) নির্দিষ্ট সময় সময় পর্যন্ত স্থায়ী　　ঘ) চিরস্থায়ী।

পাঠ-১৩.৬ ঃ ভাসমান শহুরে জনসংখ্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পরে আপনি -

১৩.৬ঃ১ ভাসমান শহুরে জনসংখ্যার সংজ্ঞা দিতে পারবেন

১৩.৬ঃ২ ভাসমান শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ নগর জনসংখা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাসমান জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশ্রয় মানুষের অধিকার হলেও নানা প্রতিকুলতা ও শহুরে স্থানান্তর জনিত কারণে ভাসমান জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। যুদ্ধ বিগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে নগরে বন্দরে প্রবেশ করছে।

১৩.৬ঃ১ সংজ্ঞা

ভাসমান শহুরে জনসংখ্যা বলতে শহরে আগত ঐ সকল জনগোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা আর্থিক দৈন্যতার জন্য আশ্রয় স্থল না পেয়ে নগরের ফুটপাত, লঞ্চঘাট, বাসটার্মিনাল, রেল ষ্টেশন, পরিত্যক্ত ভবন সহ যখন যেখানে অবস্থানের সুযোগ পায় সে খানেই অবস্থান করে ঐ সকল জনগোষ্ঠীকে বোঝায়।

১৩.৬ঃ২ ভাসমান শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ
খ) জনসংখ্যা স্ফীতি
গ) যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন
ঘ) চরম দরিদ্রতা
ঙ) নগরায়ন ও শিল্পয়ানের প্রভাব
চ) হারিয়ে যাওয়া
ছ) পরিত্যক্ত ও অবাঞ্চিত শিশু
জ) দৈহিক অক্ষমতা
ঝ) কর্মসংস্থানের অভাব।

সার-সংক্ষেপ

দ্রুত নগরায়ন বৃদ্ধি পেলেও বাসস্থান না বাড়া, শহরে নিয়ন্ত্রনহীন জীবন যাপনের কৌতুহল, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীনতা শহরে ভাসমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুকূল। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিকল্পিত উদ্যেগ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬

১। শহরে ভাসমান জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কি বুঝানো হয়?

ক) অর্থ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যত্রতত্র অবস্থান
খ) আর্থিক দ্বীনতার দরুণ আশ্রয়স্থল না পেয়ে অবস্থান
গ) আশ্রয় থাকা সত্ত্বেও শখের বশে অবস্থান
ঘ) কোনটিই নয়।

২। শহরের ভাসমান জনসংখ্যা সাধারণত কোথায় অবস্থান করে?

ক) স্কুল-কলেজে
খ) মার্কেটে
গ) বাসষ্টেশন- রেলষ্টেশন
ঘ) অলি-গলিতে।

৩। ভাসমান শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে।

ক) হরতাল ধর্মঘট
খ) গ্রামে জায়গা না পাওয়া
গ) অভ্যাসবশত
ঘ) চরম দরিদ্রতা।

পাঠ-১৩.৭ঃ শ্রমজীবি মহিলাদের সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

☞ ১৩.৭ঃ১ শ্রমজীবি মহিলার সংজ্ঞা দিতে পারবেন

☞ ১৩.৭ঃ২ শ্রমজীবি মহিলাদের সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সামাজিক অগ্রগতিতে সে দেশের নারী সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ দেশের সমগ্র নারী সমাজের সামান্য অংশ মাত্র অর্থনীতিক শ্রমে নিয়োজিত। তবে আশার কথা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বের নারী সমজের ন্যায় বাংলাদেশের মহিলারাও বিভিন্ন সামজিক প্রথা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা প্রভৃতি অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্জন করেছে স্বনির্ভরতা যা তাদের সামাজিক চেতনাকে শানিত করেছে এবং তারা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

১৩.৭ঃ১ শ্রমজীবি মহিলার সংজ্ঞা

শ্রমজীবি মহিলা বলতে সাধারণত যারা কাজের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে বুঝায়। যে সমস্ত মহিলারা নির্দিষ্ট শর্তাধীনে কোন অফিস, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থেকে মাসিক বেতন ভাতাদি ভোগ করে থাকে তাদেরকে শ্রমজীবি মহিলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শ্রমজীবি মহিলা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় শ্রমজীবি মহিলাদের দুই ধরণের কাজের উল্লেখ করা হয়েছে–
(১) স্বকর্ম সংস্থান; এবং (২) বেতনভুক্ত কর্ম।
স্বকর্মসংস্থান বলতে কাঁথা সেলাইকারী, দোকানদার, জ্বালানী কাঠ বিক্রেতা, পিঠা বিক্রেতা, চায়ের ষ্টল, দিয়াশলাই প্রস্তুতকারী, হাস-মুরগী লালন-পালন, চুলা তৈরী ইত্যাদী কাজে নিয়োজিতদের বুঝায়।
বেতনভোগী বলতে সুইপার, দর্জি, হোটেল শ্রমিক, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, গৃহপরিচারিকা, নির্মাণ শ্রমিক, শাড়ী বিক্রেতা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিতদের বুঝায়।
সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, যে সমস্ত মহিলারা কাজে নিয়োজিত থেকে মাসিক দৈনিক মজুরী এবং ভাতা গ্রহণ করে থাকে তাদেরকে আমরা শ্রমজীবি মহিলা বলতে পারি।

১৩.৭ঃ২ শ্রমজীবি মহিলাদের সমস্যা

শ্রমজীবি মহিলারা ঘরে,বাইরে, কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন। সার্বিভাবে তাদের সমস্যাগুলোকে তিন ভাবে দেখানো যায়।

১. **পারিবারিক সমস্যা ঃ** শ্রমজীবি মহিলারা চাকুরী করার ফলে অনেক পরিবারে তার স্বামী শ্বশুর-শ্বাশুরীর সাথে থেকে সমস্যার সম্মুখীন হন। সাধারণত: একজন শ্রমজীবি মহিলা চাকুরি করার কারণে যে সকল সসমস্যার সম্মুখীন হন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ
   ক. গৃহকর্ম সুচারুভাবে পরিচালনা;
   খ. শিশু যত্ন ও মাতৃদুগ্ধ দান;
   গ. স্বামীর সঙ্গ দান; এবং
   ঘ. শ্বশুর-শ্বাশুরীর সেবা-শুশ্রূা।

২. **সামাজিক সমস্যা ঃ** বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও নারীর কর্মসংস্থান সহজে মেনে নেওয়া হয় না। ফলে একজন শ্রমজীবি মহিলা সামাজিক দিক থেকেও নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন।
   ক. প্রতিবেশীর হীন দৃষ্টিভঙ্গি;
   খ. স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতা;

৩. **পেশাগত ক্ষেত্রে সমস্যা ঃ** একজন শ্রমজীবি মহিলা কর্মক্ষেত্রেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমনঃ

ক. কষ্টসাধ্য শ্রম;
খ. অদক্ষতা;
গ. স্বল্প বেতন;
ঘ. যোগ্যতা প্রদর্শন; এবং
ঙ. নিয়োগ কর্তার কর্তৃত্ব।

এছাড়াও যে সব সমস্যা রয়েছে তা হলো -

১. যাতায়াতের সমস্যা;
২. কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জমের অভাব;
৩. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র না থাকা;
৪. প্রয়োজনীয় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল না থাকা;
৫. পরিবারের সদস্যদের অসহযোগিতা;
৬. উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কর্তৃত্ব প্রদর্শন; এবং
৭. পুরুষদের মতো উর্ধ্বতনদের সাথে কাজ থেকে সুবিধা আদায় করতে না পারা।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সে তুলনায় নিয়োজিত রয়েছে অনেক কম পরিমাণ নারী। তাদের বাদ দিয়ে যে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় সেক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ মহল একমত। সুতরাং নারীদের আর দুর্বল না ভেবে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে সকল বাধা দুর করাই আমাদের সকলের কর্তব্য। আর তাই নারী সমাজকে শুধু জনগোষ্ঠী হিসেবে না রেখে তাদের জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। আর এজন্য তাদের অধিক হারে কর্মে নিয়োজিত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৭

১। শ্রমজীবি মহিলাদের কয়টি ধরণ উলেখ করা হয়েছে?

ক) ৮ খ) ৬
গ) ৪ ঘ) ২।

২। শ্রমজীবি মহিলাদের সমস্যাগুলোকে কয় ভাবে দেখানো যায়।

ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪।

৩। শ্রমজীবি মহিলাদের পেশাগত ক্ষেত্রে সমস্যা কোনটি?

ক) মাতৃদুগ্ধ দান খ) যাতায়াত
গ) প্রতিবেশীর হীন দৃষ্টি ঘ) অদক্ষতা।

ইউনিট-১৩
অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পারিবারিক বিশৃংখলা কী?
২. পারিবারিক বিশৃংখলার ৫টি কারণ লিখুন।
৩. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বলতে কি বোঝেন?
৪. বস্তি বলতে কি বোঝেন।
৫. শ্রমজীবি মহিলাদের সমস্যাগুলো উল্লেখ করুন?
৬. পরিবেশ দুষণ কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. পারিবারিক বিশৃংখলা বলতে কি বোঝেন? পারিবারিক বিশৃংখলার কারণগুলো তুলে ধরুন।
২. শ্রমজীবি মহিলা বলতে কি বুঝেন? শ্রমজীবী মহিলাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ ঃ	১। ক	২। খ	৩।গ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ ঃ	১। গ	২। খ	৩।গ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ ঃ	১। ক	২। খ	৩।গ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ ঃ	১। ঘ	২। ঘ	৩।ক।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ ঃ	১। গ	২। গ	৩।খ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ ঃ	১। ক	২। গ	৩।ঘ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭ ঃ	১। খ	২। গ	৩।ঘ।